بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

ওয়াকফে জাদীদের ৬০তম বছরের ঘোষণা
ওয়াকফে জদীদের চাঁদাদাতাদের আর্থিক কুরবানীর ঈমান বর্দ্ধক ঘটনাবলী

মোকাররমা তাহেরা সাহেবা, সাহেবজাদা মির্যা খলীল আহমদ সাহেব এবং মোকাররম চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ খান সাহেবের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডন হতে প্রদত্ত ৬ই জানুয়ারী ২০১৭-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

এ পৃথিবীতে মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে; আর কোন কোন সময় সে সদকা খয়রাতও করে, জন-হিতকর কাজও করে। কিন্তু পৃথিবীতে আজকে এমন কোন জামাত বা এমন কোন দল নেই, যার সদস্য এবং ব্যক্তিরা পৃথিবীর সকল শহর ও সকল দেশে এক লক্ষ্যে, এক নেতৃত্বের অধিনে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করছে; আর তা-ও তারা করছে ধর্মের প্রচার ও সৃষ্টির সেবার লক্ষ্যে। হ্যাঁ! আজকে ধরাপৃষ্ঠে একটি মাত্র জামাত আছে যা এই কাজ করে চলেছে। আর সেটি হল সেই জামাত, যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন; এটি সেই জামাত যা রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের জামাত; এটি সেই জামাত যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীর জামাত– যার উপর সারা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই জামাত বিগত প্রায় ১২৮ বৎসর ধরে ইসলাম এবং মানবতার সেবার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে চলেছে। আর এর কারণ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জামাতকে কুরআনী শিক্ষার আলোকে ধন-সম্পদের সঠিক ব্যয়স্থল এবং ধন-সম্পদ কুরবানীর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, আমি বারবার জোর দিই যে, খোদা তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় কর– এটি (আমি) খোদা তা'লার নির্দেশে (করি), খোদার নির্দেশে আমি এই নির্দেশ দিচ্ছি।

কেননা ইসলাম এখন ক্রমশ অধঃপতনের স্বীকার। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখে আমি ব্যাকুল হয়ে যাই। ইসলাম বিভিন্ন বিরোধী ধর্মের দুর্বল শিকারে পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন, যেখানে পরিস্থিতি এমন, সেখানে ইসলামের উন্নতির জন্য আমরা কি কোন পদক্ষেপ নেব না? খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যেই এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন; খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যেই এ জামাত কায়েম করেছেন। অতএব, এর উন্নতির জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া খোদার নির্দেশ এবং খোদার ইচ্ছার অনুগমন করা। তিনি বলেন যে, এসব প্রতিশ্রুতিও খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই– যে ব্যক্তি খোদার পথে, খোদার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করবে, আমি (খোদা তা'লা) তা বহুগুণ বর্ধিত করব; পৃথিবীতেই সে অনেক কিছু পাবে, আর মৃত্যুর পর পারলৌকিক প্রতিদানও সে দেখবে যে, কত অসাধারণ সুখ ও আরাম সে লাভ করে। তিনি বলেন, আমি এখন এ বিষয়ের দিকে তোমাদের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, ইসলামের উন্নতির জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় কর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে আরো অনেকের দৃষ্টান্ত তাঁর বইতে আর মলফূযাতে বর্ণনা করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজনের ভ্রুক্ষেপ না করে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আর্থিক কুরবানী করেছেন, উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তা করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের মাঝে আর্থিক কুরবানীর এই প্রেরণা আর উদ্দীপনা এত অসাধারণভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা প্রজন্ম পরম্পরায় এমনটি করে চলেছে। বরং যারা পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করছে, যারা পরে এসে জামাতে যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে, তারাও যখন এসব পুণ্যবানদের আর্থিক কুরবানীর কথা শুনেন; বা যখন শুনেন যে, অমুক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক কুরবানীর প্রয়োজন রয়েছে, আর খোদার বাণী শুনে তারা কুরবানীর প্রকৃত মর্মও বুঝতে পারেন– তখন এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়। সম্পদশালীদের চেয়ে মধ্যবিত্তরা, বরং দরিদ্ররা

বেশি কুরবানী পেশ করে থাকে এবং আশ্চর্যজনক কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তারা এ কথা চিন্তা করে না যে, আমাদের তুচ্ছ আর্থিক ত্যাগ স্বীকারে কীই-বা লাভ হবে? বরং তারা খোদার এ বাণীকে বুঝেন যে, **ওয়া মাসালুল্লাযীনা ইয়ুনফিকূনা আমওয়ালাহুমুবতিগাআ মারাযাতিল্লাহে ওয়া তাসবিতাম মিন আনফুসিহিম কামাসালে জান্নাতিম বেরাবওয়াতিন, আসাবাহা ওয়াবিলুন ফা আতাত উকুলাহা যি'ফাইন; ফাইল্লাম ইয়ুসিবহা ওয়াবিলুন ফাতাল্; ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালূনা বাসীর**।

'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সন্ধানে এবং নিজেদের কতকের দৃঢ়তার জন্য ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত উঁচুস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায় যার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে, এবং যদি তাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট; আর তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ্ সে বিষয়ের সম্যক দ্রষ্টা'।

অতএব, এসব দরিদ্রদের কুরবানী 'তাল' বা শিশিরের ন্যায়। এই সামান্য আর্দ্রতা যা মানুষের এই কুরবানীর ফলে ধর্মের বাগানে লাভ হয়, তা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অগণিত, অসাধারণ ফল বহন করে, ফল ধরে, ফল দেয়। আমরা দেখি যে, এক দরিদ্র জামাত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামপ্রচার এবং মানবসেবামূলক কাজ আমরা করে যাচ্ছি আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের কাজে আল্লাহ্ তা'লা এত অসাধারণ কল্যাণ এবং বরকত রেখে দেন যে পৃথিবীর মানুষ আশ্চর্য হয় যে, এত সীমিত উৎসের বা সাধ্যের মাঝে তোমরা এত কাজ কিভাবে সাধন করতে পার? এটি এ জন্য সম্ভব হচ্ছে যে, এ সমস্ত ত্যাগী ব্যক্তিরা তারা, যারা সেসব লোকের মধ্যে গন্য হওয়ার চেষ্ট করেন, যাদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা'লা এভাবে দিচ্ছে যে, **ইয়ুনফিকূনা আমওয়ালাহুমুবতিগাআ মারাযাতিল্লাহ**– তারা নিজেদের ধন-সম্পদ খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে ব্যয় করে; আর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যদি খোদার সন্তুষ্টি হয়ে থাকে তাহলে যে ফল ধরে, যে ফল লাভ হয়, তা-ও অনেক বেশি আর যে কল্যাণ তা বয়ে আনে তা-ও অনেক বেশি। আমি যেভাবে বলেছি, আজও কুরবানীর এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, বরং বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আপনাদের সামনে এর কয়েকটি উপস্থাপন করব।

কাদিয়ান থেকে সহস্র সহস্র মাইল দূরে বসবাসকারী মেয়ে আহমদীয়াত তথা সত্য ইসলামের কোলে যখন আশ্রয় নেয় তার চিন্তাধারায় কিভাবে পরিবর্তন আসে, কুরবানী এবং ত্যাগের কী ব্যুৎপত্তি তার অর্জন হয়– সে ঘটনা সেই মেয়ের ভাষায় শুনুন। এই মেয়ে ইউগান্ডায় বসবাস করে; আর সে অশিক্ষিত নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে বলে, গত জুলাই মাসে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কিছু জিনিস ক্রয় করার ছিল, কিন্তু অর্থ ছিল অপর্যাপ্ত আর চাঁদাও বাকি ছিল। আমি সেই টাকা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন আর আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি আমার চাঁদা দিয়ে দিয়েছি। এক মাস পর, বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে তখনও তিন দিন বাকি ছিল, আমার এক আন্টি আমার মাকে ফোন করেন যে, আমি কখন ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি। তিনি আমাকে ঘরে ডাকেন। সন্ধ্যাবেলা যখন আমি তার ঘরে যাই তিনি আমাকে কিছু টাকা দেন যা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল, আর এ টাকা চাঁদা হিসেবে যা দিয়েছিলাম তার দশগুণ বেশি ছিল। এভাবে খোদা তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন, আর এমন স্থান থেকে আমাকে সাহায্য করেছেন যেখান থেকে টাকা আসার আমার কোন আশা ছিল না।

ভারতের এক ব্যক্তি সম্পর্কে সেখানকার ইনস্পেক্টর কমর উদ্দীন সাহেব লিখেন, কেরালার মুঞ্জেরী জামাতের এক সদস্য রয়েছেন, তার ভ্যাকসিনের ব্যবসা রয়েছে, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য তার দোকানে যাই। তিনি বলেন, তার পাওনা অনেক টাকা মানুষের কাছে আটকে রয়েছে, আর এ কারণে তিনি অনেক সমস্যার সম্মূখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক বড় অঙ্কের চেক প্রদান করেন আর বলেন যে, এখন একাউন্টে এত টাকা নেই, কিন্তু দোয়া করুন আমি যেন অচিরেই এই টাকা আদায় করতে পারি। তিনি বলেন, পরের দিনই ফোন আসে যে, আল্লাহ্‌র ফযলে চেক দেয়ার পর আমার একাউন্টে অনেক বড় অঙ্ক এসে গেছে, তাই চেক ক্যাশ করিয়ে নিন। তিনি বলেন, এটি কেবল চাঁদার কল্যাণে হয়েছে যে, এত স্বল্পতম সময়ে আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থা করেছেন।

পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশের নাম হল তানজানিয়া, সে দেশে বসবাসকারী এক বিধবার ঘটনা। এ সম্পর্কে

তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখছেন যে, ওরাঙ্গা টাউনের মুয়াল্লেম সাহেব এক বিধবা মহিলা আমিনার কাছে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য যান। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, এখন আমার কাছে কিছুই নেই, ব্যবস্থা হলেই আমি টাকা নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব। মুয়াল্লেম সাহেব ঘরে পৌঁছানোর পূর্বেই সেই ভদ্র মহিলা দশ হাজার শিলিং নিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন, এ টাকা কোন স্থান থেকে এসেছে, ভাবলাম আপনাকে দিয়ে আসি; প্রথমে চাঁদা দেই, নিজের অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা পরে হবে। তিনি বলেন, আমরা ওয়াদা ছিল পঁচিশ হাজারের, বাকি পনের হাজার হাতে আসলেই আমি নিয়ে আসব। তিনি দশ মিনিট পর পুনরায় টাকা নিয়ে ফিরে আসেন আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার দেখুন! আল্লাহ্‌র পথে যে দশ হাজার দিয়ে যাই, ঘরে পৌঁছানোর পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঠিয়েছেন, যা থেকে পনের হাজার চাঁদা প্রদানের পরও আমার কাছে বিশ হাজার অবশিষ্ট থাকে, আর এটি চাঁদারই কল্যাণ। এভাবে তার ঈমান দৃঢ় হয়েছে।

পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ বেনিনের এক আহ্‌মদীর দৃষ্টান্ত দেখুন। আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন এখনো এক বছরও হয় নি; কিন্তু কুরবানীর চেতনা এবং প্রেরণা কত উন্নতমানের দেখুন। এটি পুরনো আহ্‌মদীদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। মুবাল্লেগ মুজাফ্‌ফর সাহেব লেখেন, কুর্তুনী অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম হল ডিকাম্বে। সেখানে এ বছর জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা সাধারণত মাছ ধরে বিক্রি করে; তারা জেলে আর তাদের জীবন-জীবিকা এভাবে নির্বাহ হয়। স্থানীয় মুবাল্লেগ গ্রামবাসীদের চাঁদার তাহ্‌রীক করলে এক আহ্‌মদী বন্ধু যিনি আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়ে এক হাজার ফ্রাঙ্ক কুরবানী হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, যদিও আমার অবস্থা ততটা স্বচ্ছল নয়, কিন্তু আমি চাই না যে জামাতে যোগ দিয়েছি সে জামাতের পক্ষ থেকে কোন তাহরীক হবে আর আমি তাতে অংশ নেওয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যাব।

কঙ্গো কিনসাশার মুবাল্লিগ শাহেদ সাহেব লিখেন যে, এক ভদ্রমহিলা যার ক্ষুদ্র ব্যবসা রয়েছে, তিনি বলেন, বছরের প্রারম্ভেই দেশীয় পরিস্থিতির কারণে মনে হচ্ছিল যে, ব্যবসায় লাভ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বছরের প্রারম্ভেই আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়ে দেই। আর চিন্তা করি যে, খোদার সাথে কৃত ব্যবসা কখনো ক্ষতিকর হতে পারে না। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার ব্যবসায় লাভ হয়। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সত্ত্বেও তার কোন ক্ষতি হয় নি বা লোকসান হয় নি।

আহমদীদের কুরবানীর অন্যদের ওপর কী প্রভাব পড়ে আর এর ফলে তবলীগের পথ কত সুগম হয় তা দেখুন। বাংলাদেশের আমীর সাহেব লেখেন যে, তিন বন্ধু রয়েছেন যারা যেরে তবলীগ, কিন্তু তবলীগ সত্ত্বেও বয়আতের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। গত জুমুআয় এই তিন বন্ধু মসজিদে আসেন, জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের বরাতে মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে জুমুআর পর মানুষ চাঁদা দেওয়ার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এই তিনজন যেরে তবলীগ বন্ধু এই দৃশ্য দেখে বলে, 'আমাদের মৌলভীদের চাঁদা দেওয়ার জন্য বক্তৃতা করতে করতে গলা এবং মুখ উভয়ই শুকিয়ে যায়, কিন্তু তারপরও মানুষ চাঁদা দেয় না। আর এখানে সামান্য এক ঘোষণার পর চাঁদা দেওয়ার জন্য মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়! এটিই প্রকৃত ইসলামিক প্রেরণা এবং শিক্ষা।' এই তিন বন্ধু এই দৃশ্য দেখে তখনই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আর ওয়াকফে জাদীদ খাতে তারা চাঁদাও দেন।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জামতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর ঈমান বর্দ্ধক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। আরোও বলেন জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করার রীতি রয়েছে। আমি বহু ঘটনার মাঝ থেকে আপনাদের শুনানোর জন্য এই কয়েকটি ঘটনা বেছে নিয়েছি। চাঁদার গুরুত্ব তুলে ধরার পর এবার আমি ওয়াকফে জাদীদের ৬০তম বছরের ঘোষণা দিচ্ছি, আর গত বছর খোদার যে কৃপারাজি বর্ষিত হয়েছে তাও উল্লেখ করছি যে, কত টাকা আদায় হয়েছে। ওয়াকফে জাদীদের বছরের সমাপ্তি ঘটে ৩১শে ডিসেম্বর। ৫৯তম বছরের সমাপ্তি ঘটেছে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬। খোদার অপার কৃপায় পৃথিবীর জামাতগুলো থেকে এখন পর্যন্ত যে রিপোর্ট এসেছে সে অনুসারে জামাত ৮০ লক্ষ ২০ হাজার পাউন্ড ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা দিয়েছে। এ বছর জামাত গত বছরের চেয়ে ১১ লক্ষ ২৯ হাজার পাউন্ড বেশি চাঁদা দিয়েছে। এ বছরও চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে পাকিস্তান পৃথিবীর জামাতগুলোর মাঝে মোটের

ওপর তালিকার শীর্ষে রয়েছে। স্থানীয় মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গত বছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে যারা চাঁদা বৃদ্ধি করেছে তাদের মধ্যে ঘানা তালিকার শীর্ষে। এরপর জার্মানী, এরপর পাকিস্তান, তারপর রয়েছে কানাডা। আফ্রিকান দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য কুরবানী যারা করেছে তাদের মাঝে রয়েছে মালি, বুরকিনা ফাঁসো, লাইবেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিয়েরালিওন আর বেনীন।

পাকিস্তানের বাইরে সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে বহির্বিশ্বের প্রথম দশটি জামাত হল যথাক্রমে যুক্তরাজ্য, জার্মানী, আমেরিকা, চতুর্থ কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, অষ্টম স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে মধ্য প্রাচ্যের আরেকটি দেশ, আর দশম স্থান অধিকার করেছে ঘানা। এরপর রয়েছে বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যান্ড।

মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, জার্মানী, ত্রিনিদাদ, বেলজিয়াম এবং কানাডা। যুক্তরাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার চাঁদাদাতা অংশগ্রহণ করেছে। এ সংখ্যা গত বছরের চেয়ে এক লক্ষ পাঁচ হাজার বেশি। সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে কানাডা, ভারত এবং যুক্তরাজ্য ছাড়াও আফ্রিকার গীনিকোনাকরি, ক্যামেরুন, গ্যাম্বিয়া, সেনেগাল, বেনীন, নাইজার, কঙ্গো কিনসাশা, বুরকিনা ফাঁসো এবং তানজানিয়া উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

ভারতের প্রদেশগুলোর মাঝে প্রথম হল কেরালা, দ্বিতীয় জম্মু কাশ্মীর, তৃতীয়স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু, এরপর যথাক্রমে কর্নাটক, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র। সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের দশটি জামাত যথাক্রমে কেরোলায়ী যা প্রথম স্থানে রয়েছে, তারপর কালিকট, হায়দ্রাবাদ, পাথাপ্রেয়াম, কাদিয়ান, কানোল টাউন, কোলকাতা, বেঙ্গালোর, সোলোর এবং পেঙ্গাডী। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত কুরবানীকারীদের ধন এবং জনসম্পদে অশেষ-অঢেল বরকত দিন। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন, যেন তারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে, যা ঘাটতি রয়েছে তা যেন পুরনের চেষ্টা করে। বিশেষ করে চাঁদাদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অর্থ তোড় বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু সবার অংশ গ্রহণ আবশ্যক, তা সামান্য অর্থ দিয়ে হলেও।

খোতবার শেষে হুজুর (আই:) বলেন, নামাযের পর দু'টো গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। প্রথমটি শ্রদ্ধেয়া আসমা তাহেরা সাহেবার, যিনি সাহেবজাদা মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ২০১৬ সনের ২৩ ডিসেম্বর ৭৯ বছর বয়সে কানাডায় ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। দ্বিতীয় জানাযা হল জনাব চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেবের; তিনি ৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে লাহোরে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

আল্লাহ্ তা'লা দুটি আত্মার প্রতি মাগফিরাত করুন, তাকে নিজ করুণাবারিতে সিক্ত করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততিকে বিশ্বস্ততার সাথে খিলাফত এবং জামাতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন এবং তাদেরকে তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 6th Jan, 2017

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B